দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 09 FEB ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম 2

পাঁচবিবির দুই সরকারি বিদ্যালয়

শিক্ষক সংকটে ব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম

পাঁচবিবি (জয়পুরহাট) উপজেলা সংবাদদাতা

ভারপ্রাপ্তদের ভারে ভারাক্রান্ত পাঁচবিবির দুটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়। দীর্ঘ ১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিদ্যালয় দুটিতে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিয়ে কার্য চালানো হচ্ছে। শিক্ষক অভাবে নিয়মিত ক্লাস না হওয়ায় বেহাল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। জানা যায়, পাঁচবিবির লালবিহারী (এলবিপি) সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ও নছির মণ্ডল (এনএম) সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষকসহ প্রয়োজনীয় সহকারী শিক্ষক না থাকায় দিনে ৩/৪টার বেশি ক্লাস হয় না। ক্লাস না হওয়ায় ছাত্রছাত্রীরা বাকি সময়টাতে হৈহুল্লোড় করে চলে যায়। এ জন্য ছাত্রছাত্রীরা ও তাদের অভিভাবকরা দুশ্চিন্তায় হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এলবিপি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলাম জানান, তার বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদসংখ্যা ১৯ জন। কর্মরত আছেন ৯ জন এর মধ্যে ১ জন বিএড ট্রেনিং এ আছেন। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি শ্রেণীতে সেকশন থাকায় শ্রেণী সংখ্যা ১০টি। ছাত্রসংখ্যা ৫ শতাধিক। প্রধান শিক্ষকসহ গণিত, কৃষি, চারুকারু, সামাজিক বিজ্ঞান, শরীর চর্চা শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন থেকে শূন্য। এই বিষয়গুলো পড়ানোর কোন শিক্ষক নেই। প্রধান শিক্ষক আরও বলেন, জরুরি ভিত্তিতে কমপক্ষে ৩/৪ জন শিক্ষক নিয়োগ না দিলে নতুন বছরের রুটিন তৈরি করা সম্ভব হবে না। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকদ্বয় বলেন, শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবরে একাধিকবার শিক্ষক চাহিদার প্রতিবেদন পাঠিয়েও সাড়া মিলেনি। এনএম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আ. রহিম জানান, তার স্কুলে শিক্ষকের পদসংখ্যা ১৬টি। শিক্ষক আছেন মাত্র ৮ জন। প্রধান শিক্ষকসহ বাংলা, ইংরেজি, অংক, কৃষি ও চারুকারু বিষয়ের শিক্ষক নেই। বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা ৫ শতাধিক। প্রত্যেক শ্রেণীতে শাখা থাকায় শ্রেণী সংখ্যা ১০টি। প্রধান শিক্ষকসহ সকল শিক্ষক এক সঙ্গে ক্লাসে গেলেও দুটি ক্লাস শিক্ষক শূন্য থাকে। প্রধান শিক্ষক আরও বলেন, শিক্ষক না থাকায় ক্লাস রুটিন দাঁড় করাতে পারছি না। উভয় বিদ্যালয়ের অভিভাবক আহেদুল রহমান রানা বলেন, আমার ছেলে ও মেয়ে একটি বয়েজ স্কুলে একটি গার্লস স্কুলে পড়ছে। স্কুল দুটির শিক্ষক স্বল্পতা দেখে হতাশা হয়ে পড়েছি। সারা দিনে ২/৩টার বেশি ক্লাস হয় না। এ রকম বেহাল অবস্থা চললে বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়ে রাখা যাবে না। এ ব্যাপারে একাধিক অভিভাবক অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলেও কোন সুফল পাওয়া যাচ্ছে না।

'২/৩ টার বেশি ক্লাস হয় না'